

## অলি আল্লাহ কারাঃ Who are closer servants?

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানুর রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ "অলি আল্লাহ কারা"

এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের কয়েকটি আয়াতসমূহ ও হাদীস।

ক) অলি আল্লাহ কারাঃ ৪টি আয়াত

১০:৬২-৬৪; ৯:৭১

খ) ঈমানদার ও নেক লোকদের অলি হলেন আল্লাহ তা'য়লাঃ  
১৯টি আয়াত।

২:১০৭, ২৫৭; ৩:৬৮; ৯:১১৬; ২৯:২২; ৩২:৪; ৪২:৯, ৩১; ৪৫:১৯;  
৪:৪৫, ১২৩; ৬:১৪, ১২৭; ৭:৩, ১৫৫, ১৯৬; ৩৪:৪১; ১২:১০১;  
২৫:১৮;

গ) আল্লাহ তা'য়লা ছাড়া কাউকে অলি বানাবে নাঃ ৩টি আয়াত

৭:৩; ৪২:৬; ৪৬:৩২;

ঘ) মু'মিনদের অলি (বন্ধু) রাসুল(সাঃ) এবং মু'মিনরাঃ ৫টি  
আয়াত

৭:১৫৫; ৩:২৮; ৪:১৪৪; ৮:৭২; ৯:৭১

ঙ) কাফেরদের অলি(বন্ধু) শয়তান এবং তাগুতঃ ২টি আয়াত

৭:২৭; ২:২৫৭

অলি (وَالِي) একবচন; আওলিয়া (أَوْلِيَاء) বহুবচন। পবিত্র কোরআনের তরজমাকারীগণ কেউ কেউ "অলি" এবং "আওলিয়া" ই তরজমা করেছেন। কেউ কেউ তরজমা করেছেন "বন্ধু"। কেউ কেউ তরজমা করেছেন "গোলাম"/"বান্দাহ"/ A closer servant.

"অলি আল্লাহ" অর্থ "আল্লাহর বন্ধু"/ "আল্লাহর গোলাম"/ "আল্লাহর বান্দাহ"/ A closer servant.

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সূরা ১০ ইউনুস, আয়াতঃ ৬২, ৬৩, ৬৪

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)

জেনে রাখ আল্লাহর গোলামদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63)

যারা ঈমান আনে ও তাকওয়া অবলম্বন করে।

لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ

الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (64)

তাদের জন্য আছে সুসংবাদ দুনিয়া ও আখেরাতে,  
আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই;

সেটাই মহা সাফল্য।

### একটি হাদীস আবু দাউদ ৩৫২৭, তাবারী ১৫/১২০

হযরত আবু হুরায়রাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) বলেছেনঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কিছু এমন লোকও রয়েছে যারা নবীও নয় শহীদ নয়। কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট তাদের মর্যাদা দেখে নবী ও শহীদগণ ঐ লোকদেরকে ভাগ্যবান মনে করবেন। জিজ্ঞাসা করা হবে হে আল্লাহর রাসুল(সাঃ) তারা কারা যাদেরকে আমরাও ভালোবাসতে পারি? উত্তরে তিনি বললেন, তারা হচ্ছে ঐসব লোক যারা শুধু আল্লাহর মহব্বতে একে অপরকে মহব্বত করেছে(ভালোবেসেছে)। তাদের মধ্যে নেই কোন মালের সম্পর্ক, নেই কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক। তাঁদের মুখমন্ডল হবে নূরানী(উজ্জ্বল) এবং তারা নূরের মিস্বরের উপর থাকবে। সেদিন যখন মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত থাকবে তখন তাদের কোন ভয় থাকবে না এবং মানুষ যখন দুঃখে থাকবে তখনও তাদের কোন দুঃখ চিন্তা থাকবে না। অতঃপর তিনি পাঠ করলেনঃ

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (62)

জেনে রাখ আল্লাহর গোলামদের(অলিদের) কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।(সূরা ১০ ইউনুস, আয়াতঃ৬২)

### একটি হাদীস বুখারী নং ১৩১৪

হযরত আবু সাঈদ খুদরী(রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী(সাঃ) বলেছেন, যখন মৃতকে লোকেরা খাটিয়ায় তাদের কাঁধে উঠিয়ে নেয়, যদি সে পূণ্যবান হয়, তখন সে বলে আমাকে নিয়ে এগিয়ে চল। আর যদি সে পূণ্যবান না হয়, তাহলে বলে হায়! এটা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তার এ চিৎকার মানুষ ছাড়া সকলেই শুনতে পায়। যদি ঐ চিৎকার মানুষ শুনত, তাহলে সে সংগা ( স্বজ্ঞা) হারিয়ে ফেলতো।

### আরেকটি হাদীস বুখারী নং ৩৮

হযরত আবু হুরায়রাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুল(সাঃ) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'য়লা বলেনঃ যে আমার গোলামের(বন্ধুর) সাথে শত্রুতা পোষণ করে, আমি (আল্লাহ) তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছি। ফরজ ইবাদত পালনকারী আমার গোলাম(বন্ধু) আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়। ফরজ ইবাদত সমূহের সাথে সাথে নফলপালনকারী আমার গোলাম(বন্ধু) আমার(আল্লাহর) আরও নিকটতর হতে থাকে এবং আমি তাকে (গোলামকে) ভালোবাসতে শুরু করি। যখন আমি তাকে ভালোবাসি আমি(আল্লাহ) তার কান হয়ে যাই যে কান দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যে চোখ দিয়ে সে দেখে, আমি (আল্লাহ) তার হাত হয়ে যাই যে হাত দিয়ে সে ধরে, আমি (আল্লাহ) তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাঁটে। সুতরাং যখন সে আমার কাছে কিছু চাইবে, অবশ্যই আমি(আল্লাহ) তাকে দেব। এবং সে যদি আমার (আল্লাহর) কাছে আশ্রয় চায়, অবশ্যই আমি(আল্লাহ) তাকে আশ্রয় দিব।

সুরা ইউনুসের ৬২, ৬৩, ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে আল্লাহর অলিদের জন্য ভয় ও দুঃখিত হওয়ার কোন কারন নেই। এবং যারা খাঁটি ঈমানদার ও তাকওয়া অবলম্বন করবে তারাই আল্লাহর অলি। তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সুসংবাদ।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যে কোন মুসলমান একটু চেষ্টা করলেই আল্লাহর অলি হতে পারবেন।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী গোলাম (A closer servant )হওয়ার তৌফিক দান করুন।

আমীন ।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....